1

বিদেশ নীতি — ভারতের বিদেশ নীতির বৈশিষ্ট্য
Foreign Policy—Features of Indian Foreign Policy

[বিদেশ নীতি — নির্ধারক সমূহ — ভারতের বিদেশ নীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য — প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য]

বিদেশ নীতি (Foreign Policy)

বিশ্বের সব স্বাধীন সার্বভৌম দেশ রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য জাতীয় নীতি নির্ধারণ করে। জাতীয় নীতির দুই অংশ—আভ্যন্তরীণ নীতি (Domestic Policy) ও বিদেশ নীতি (Foreign Policy)। সব রাষ্ট্রই অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক পরিচালনার জন্য বিদেশ নীতি প্রণয়ন করে।

জোসেফ ফ্রাঙ্কেল বলেছেন যে—বিদেশ নীতি হল সেই সব সিদ্ধান্ত বা ক্রিয়াকর্মের সমষ্টি যা কোনো রাষ্ট্রের সাথে অন্যান্য রাষ্ট্রের সম্পর্কের সঙ্গে যুক্ত।

বিদেশ নীতির মুখ্য লক্ষ্য হল জাতীয় স্বার্থ সাধন। সুচিন্তিতভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে বিদেশ নীতি নির্ণয় করা হয়। তাই হার্টম্যান বলেছেন—সুচিন্তিতভাবে নির্ধারিত জাতীয় স্বার্থ বিষয়ে সুসংবদ্ধ বিবৃতিই বিদেশ নীতি (A foreign policy is a systematic statement of deliberately selected national interests)।

হার্টম্যান আরও বলেছেন যে—দীর্ঘমেয়াদী উদ্দেশ্য পূরণের জন্য রাষ্ট্রসমূহ যে বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন নীতি অনুসরণ করে তাকেই বিদেশ নীতি বলে।

সি. সি. রেড্ডি বলেছেন যে—বিদেশ নীতি হচ্ছে একগুচ্ছ নীতি যা কোনো রাষ্ট্র তার জাতীয় স্বার্থরক্ষার জন্য ও অন্য রাষ্ট্রের ব্যবহার পরিবর্তনের জন্য অনুসরণ করে।

লার্কে ও সৈয়দ বলেছেন যে—আন্তর্জাতিক পরিবেশে রাষ্ট্র নিয়তই নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হচ্ছে। সেগুলোর মোকাবিলার জন্য রাষ্ট্র যে নীতি নির্ণয় এবং কার্যকর করে তাই বিদেশ নীতি।

ভি. পি. দত্তের মতে বিদেশ নীতি সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক। বিশ্বের প্রভাবশালী রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক। বিশ্বের বেশি সংখ্যক রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা। রাজনৈতিক কারণে, নিরাপত্তার স্বার্থে, উন্নয়নের লক্ষ্যে, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তার জন্য ঐ সব সম্পর্ক পরিচালনা করা হয়।

সুতরাং, বিদেশ নীতি কিছু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণের জন্য রূপায়িত হয়। কে. জে. হলসটি সেই সব লক্ষ্যকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন—

Scanned with CamScanner

১। **মুখ্য মূল্যবোধ (Core values)**—সেই সব মূল্যবোধ বা লক্ষ্য যার জন্য জাতি চরম ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকে। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমিকতা, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা, সামাজিক ঐক্য এবং অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষা মুখ্য মূল্যবোধের সঙ্গে জড়িত।

২। **মধ্যমেয়াদী লক্ষ্য (Middle-range goals)**—অর্থনৈতিক স্বার্থসাধন ও সমৃদ্ধি অর্জন, সামরিক শক্তি বৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার এই লক্ষ্যের অন্তর্গত।

৩। **দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য (Long-range goals)**—আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার পুনর্গঠন।

- অনেকের মতে বিদেশ নীতির সঙ্গে ক্ষমতার রাজনীতির ধারণা যুক্ত।
- বিদেশ নীতি পারস্পরিকতার ধারণার সঙ্গে জড়িত। প্রত্যেক দেশই বিদেশ নীতির মাধ্যমে জাতীয় স্বার্থ-সাধনের চেষ্টা করে। তবে এক দেশের জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে অন্য দেশের জাতীয় স্বার্থের বিরোধ দেখা দিতে পারে। প্রায়ই সেই বিরোধ হয়। সেক্ষেত্রে পারস্পরিক লক্ষ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য, সমন্বয় ও আপোস মীমাংসার প্রয়োজন। বিদেশ নীতি ও তার প্রয়োগ কৌশলের মধ্যে সেই সমন্বয়ের চেষ্টা থাকে।
- বর্তমান যুগে বিশ্বায়নের প্রভাবে বিদেশ নীতির সঙ্গে আভ্যন্তরীণ নীতির পার্থক্যের সীমারেখা ক্রমশঃই সরু হয়ে আসছে। উভয় নীতিই পরস্পরকে প্রভাবিত ও চালিত করছে। বিদেশ নীতির লক্ষ্যসাধনের জন্য আভ্যন্তরীণ নীতির পুনর্বিন্যাস হচ্ছে। আভ্যন্তরীণ নীতির চাহিদা পূরণের জন্য বিদেশ নীতির ক্ষেত্রে নতুন নতুন বিষয় গুরুত্ব পাচ্ছে।

বিদেশ নীতির নির্ধারক সমূহ (Major determinants)—কোনো দেশের বিদেশ নীতি বহু বিচিত্র উপাদানের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফল। আভ্যন্তরীণ নীতির মতো বিদেশ নীতিও কালের ফসল। পরিবেশের ফসল। জাতির চিন্তা-ভাবনা, জীবন-দর্শন ও মানসিকতার ফসল। অতীত ও বর্তমান, দেশের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পরিবেশ, আদর্শগত লক্ষ্য ও বাস্তব প্রয়োজন, বিদেশ নীতি নির্ধারণকারীদের মতবাদ, বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা—বিদেশ নীতির মূল লক্ষ্য ও কার্যধারা নির্ধারণ করে।

বিদেশ নীতি তাই কোনো দেশের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পরিস্থিতির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফসল। বিদেশ নীতির মুখ্য নির্ধারকগুলো নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। এ বিষয়ে কয়েকটি তাত্ত্বিক মতবাদও আছে। যেমন—বাস্তববাদ, নয়া-বাস্তববাদ, বহুত্ববাদ।

বাস্তববাদীদের মতে (Realist school)—জাতীয় শক্তির বিভিন্ন উপাদান (রাজনৈতিক, সামরিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক) বিদেশ নীতি নির্ধারণ করে।

নয়া-বাস্তববাদীদের মতে (Neo-realist school)—জাতীয় উপাদানের সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার কাঠামো (Structure of International System) বিদেশ নীতি নির্ধারণ করে।

Scanned with CamScanner

1950 দশকের শেষ দিক থেকে বহুত্ববাদীগণ (Pluralist School) বিদেশ নীতির ওপর রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক কাঠামো ও অন্যান্য প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেছেন।

Richard Snyder ও তাঁর সহযোগীগণ বিদেশ নীতি প্রণয়নকারী নেতা ও অফিসারদের ব্যক্তিকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী ও আভ্যন্তরীণ কাঠামোর প্রভাব বিশ্লেষণ করেছেন।

জেমস রসনু বিদেশ নীতির নির্ধারকগুলোকে পাঁচ ভাগে ভাগ করেছেন :—

জাতীয় বিষয়—রাজনৈতিক ব্যবস্থা, সামরিক শক্তি, সামাজিক ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক প্রয়োজন, জাতীয় স্বার্থ, জনমত।

ব্যবস্থাপক বিষয়—আন্তর্জাতিক কাঠামো, আন্তর্জাতিক আইন, আন্তর্জাতিক সংগঠনের নীতি ও কার্যধারা।

আমলাতান্ত্রিক বিষয়—সরকারের আমলাতান্ত্রিক কাঠামো, কার্যপদ্ধতি, দক্ষতা।

ভূমিকাগত বিষয়—বিদেশ নীতি নির্ধারণে প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি, অন্যান্য মন্ত্রী ও রাজনৈতিক নেতাদের ভূমিকা।

খেয়ালি বিষয়—বিদেশ নীতি নির্ধারণকারীদের হঠকারিতা বনাম বিচক্ষণতা, অহংকার বনাম স্থির বুদ্ধি।

অধ্যাপক জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদেশী নীতির ওপর জাতীয় রাষ্ট্রের কাঠামো ও অন্যান্য প্রভাব বিশ্লেষণ করেছেন। এ বিষয়ে তিনি Structural Dynamics Model পেশ করেছেন।

অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে প্রত্যেক জাতীয় রাষ্ট্রের কাঠামোর পাঁচটি উপাদান আছে। যেমন—রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সামরিক ও সাংস্কৃতিক। এই পাঁচটি উপাদান এবং বাহ্যিক পরিবেশ ও বিশ্ব রাজনীতিক পরিমণ্ডল বিদেশ নীতি নির্ধারণ করে।

বর্তমানে অনেক লেখক পররাষ্ট্র নীতির নির্ধারকগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন—(১) আভ্যন্তরীণ উপাদান, (২) বাহ্যিক উপাদান, (৩) নীতি-নির্ধারণকারী উপাদান।

আভ্যন্তরীণ উপাদান	বাহ্যিক উপাদান
—ভৌগোলিক অবস্থান, আয়তন	—বিশ্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতি
—রাজনৈতিক ব্যবস্থা	—অর্থনৈতিক পরিস্থিতি
—অর্থনৈতিক অবস্থা	—বিশ্ব জনমত
—সামরিক শক্তি	—প্রতিবেশী রাষ্ট্রের নীতি
—সামাজিক কাঠামো	—বিশ্বের প্রভাবশালী রাষ্ট্রগুলোর নীতি ও কার্যধারা
—ইতিহাস, ঐতিহ্য, মূল্যবোধ	
—জাতীয়-চরিত্র	
—জাতীয় সংস্কৃতি	
—জনমত	
—জাতীয় স্বার্থ	

Scanned with CamScanner

নীতি-নির্ধারণকারী উপাদান—

বিদেশ নীতি প্রণয়নকারী নেতা, মন্ত্রী ও আমলাদের ভূমিকা, মতাদর্শ, কার্যপদ্ধতি ও রূপায়ণ-কৌশল।

প্রধান আভ্যন্তরীণ নির্ধারকসমূহ

১। **ভৌগোলিক অবস্থান**—ভৌগোলিক উপাদান বিশেষভাবে বিদেশ নীতিকে প্রভাবিত করে। ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বহুদিন ধরে বিচ্ছিন্নতাবাদী বিদেশ নীতি অনুসরণ করেছিল। ভৌগোলিক অবস্থান রাশিয়ার, জাপানের ও জার্মানীর পররাষ্ট্র নীতির ধারা নিয়ন্ত্রণ করেছে।

সম্প্রতি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অসাধারণ উন্নতির ফলে ভৌগোলিক দূরত্ব অতিক্রম করা সহজ হয়েছে। তবুও বিদেশ নীতির ওপর ভৌগোলিক উপাদানের প্রভাব রয়েছে। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক এ. জে. পি. টেলর বলেছেন যে কোনো দেশের বিদেশ নীতি তার ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রতিবেশী রাষ্ট্রের আচরণের দ্বারা নির্ধারিত হয়।

২। **ইতিহাস**—কোনো রাষ্ট্রের ইতিহাস বিদেশ নীতিকে প্রভাবিত করে। ঐতিহাসিক ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের আলোয় বিদেশ নীতির মূল ধারাগুলো নির্ণয় করা হয়। পাক-আফগান সীমান্ত বিরোধ, আফ্রিকার বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সীমান্ত বিবাদ তাদের ঔপনিবেশিক ইতিহাসের মধ্যে নিহিত। আরব ও ইজরায়েলের বিরোধের মূল মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসের মধ্যেই রয়েছে।

৩। **ঐতিহ্য**—কোনো দেশের ঐতিহ্য তার বিদেশ নীতি নির্ধারণ করে। ভারতের ঐতিহ্য হচ্ছে সহনশীলতা ও শান্তির প্রতি নিষ্ঠা। এই সহনশীলতার গুণেই ঠাণ্ডাযুদ্ধের কালে ভারত কোনো জোটের বিরোধিতা না করে জোট-নিরপেক্ষ বিদেশ নীতি গ্রহণ করেছিল। ভারত শান্তিকামী বলেই তার বিদেশ নীতির অন্যতম লক্ষ্য হল আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা।

৪। **রাজনৈতিক ব্যবস্থা**—দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও মতাদর্শ বিদেশ নীতি নির্ধারণ করে। গণতান্ত্রিক দেশে আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে বিদেশ নীতি স্থির হয়। কয়েকটি দেশে সামরিক একনায়কতন্ত্র চলছে। অনেক সময়ে সে সব দেশের কোনো স্পষ্ট ও স্বচ্ছ বিদেশ নীতি থাকে না।

৫। **সামরিক শক্তি**—সামরিক শক্তি বিদেশ নীতির বলিষ্ঠ নির্ধারক। সামরিক দিক থেকে দুর্বল দেশ স্বাধীন বিদেশ নীতি অনুসরণ করতে গিয়ে অনেক বাধার সম্মুখীন হয়। সামরিক প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে বিদেশ নীতির ধারা নির্ণয় করা হয়।

৬। **অর্থনৈতিক অবস্থা**—দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বিদেশ নীতিকে প্রভাবিত করে। অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল দেশ স্বাধীন বিদেশ নীতি বলিষ্ঠভাবে অনুসরণ করতে পারে না। যে দেশ খাদ্যশস্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক সম্পদের জন্য অপর রাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীল সেই দেশও স্বাধীনভাবে বিদেশ নীতি অনুসরণ করতে পারে না। দেশের অর্থনৈতিক চাহিদা ও প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে বিদেশ নীতির

Scanned with CamScanner

অগ্রাধিকার স্থির হয়। ভারতে জ্বালানী তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদার কথা মনে রেখে বিদেশ নীতির কৌশল নির্ণয় করা হয়।

৭। **সামাজিক উপাদান**—বিদেশ নীতির ওপর সামাজিক কাঠামোর প্রভাব থাকে। দেশের মধ্যে সামাজিক ঐক্য, সুস্থিতি ও সংহতি থাকলে বলিষ্ঠভাবে বিদেশ নীতি রূপায়ণ ও প্রয়োগ করা যায়। সামাজিক ক্ষেত্রে বিভেদ, অনৈক্য ও অস্থিরতা থাকলে বিদেশ নীতি কার্যকর করতে গিয়ে অনেক বাধা ও প্রতিরোধের মুখে পড়তে হয়।

৮। **জাতীয় চরিত্র**—কোনো দেশের বিদেশ নীতির ওপর জাতীয় চরিত্রের ছাপ পড়ে। অনেক লেখক বিভিন্ন দেশের জাতীয় চরিত্র বিশ্লেষণ করে বিদেশ নীতির ওপর তার প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। অনেকে ভারতের বিদেশ নীতির ওপর তার জাতীয় চরিত্রের প্রতিফলন দেখেছেন। সহনশীলতা, নমনীয়তা, শান্তির প্রতি আকাঙ্ক্ষা ভারতের জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। ভারতের বিদেশ নীতিও তাই নমনীয় ও শান্তির অনুসারী—উদার বিশ্বজনীনতার সমর্থক।

৯। **জাতীয় সংস্কৃতি**—জাতীয় সংস্কৃতি বিদেশ নীতিকে প্রভাবিত করে। ব্রিটেন ও আমেরিকার মধ্যে ভাষা ও সংস্কৃতিগত ঐতিহ্যের মিল আছে। তাই অনেক বিষয়ে উভয় দেশ বিদেশ নীতির ক্ষেত্রে একই মত পোষণ করে।

১০। **জাতীয় মূল্যবোধ**—বিদেশ নীতির ওপর জাতীয় মূল্যবোধের সুস্পষ্ট প্রভাব দেখা যায়। ভারত সাম্রাজ্যবাদ, নয়া-উপনিবেশবাদ ও বর্ণবৈষম্যমূলক নীতির বিরোধী। তাই ভারতের বিদেশ নীতি স্বাধীনতা ও সকল জাতির সমানাধিকারের নীতিতে বিশ্বাসী। ভারত তীব্রভাবে নয়া-ঔপনিবেশিক শোষণের বিরোধিতা করছে।

১১। **মতাদর্শ**—কোনো দেশের রাজনৈতিক মতাদর্শ সে দেশের বিদেশ নীতিকে প্রভাবিত করে। কমিউনিস্ট রাশিয়ার বিদেশ নীতি এবং কমিউনিস্ট চীনের বিদেশ নীতির ওপর কমিউনিস্ট মতবাদের ছাপ ছিল। কমিউনিস্ট শাসনের অবসানের পর রাশিয়াতে বিদেশ নীতির দিক পরিবর্তন হয়েছে।

১২। **জনমত**—জনমত বিদেশ নীতিকে প্রভাবিত করে। তবে গণতান্ত্রিক দেশে বিদেশ নীতির ওপর জনমতের প্রভাব বেশি। যে সব দেশের জনগণ শিক্ষিত ও বৈদেশিক সম্পর্কের ব্যাপারে সচেতন সে সব দেশে বিদেশ নীতির ওপর জনমতের প্রভাব দেখা যায়।

১৩। **জাতীয় স্বার্থ**—জাতীয় স্বার্থ বিদেশ নীতির প্রধান নির্ধারক। জাতীয় স্বার্থের বিভিন্ন দিক আছে, যেমন—রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক। দেশের রাজনৈতিক অবস্থা, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, সামরিক প্রয়োজন জাতীয় স্বার্থের গতি-প্রকৃতি স্থির করে। পররাষ্ট্র নীতির মূল লক্ষ্যই হল জাতীয় স্বার্থপূরণ।

বাহ্যিক উপাদান সমূহ

বিশ্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতি—বিশ্বের রাজনৈতিক পরিবেশ, পরিস্থিতি ও প্রয়োজন বিদেশ নীতিকে প্রভাবিত করে। বিশ্ব রাজনৈতিক পরিস্থিতি যখন জটিল ও সংকটাপন্ন হয় তখন প্রতিটি রাষ্ট্র খুব সতর্কতার সঙ্গে বিদেশ নীতি প্রয়োগ করে।

Scanned with CamScanner

বিশ্বজনমত—বিদেশ নীতির ওপর বিশ্বজনমত সময়ে সময়ে প্রভাব বিস্তার করে। সম্প্রতি ইউরোপের জনগণ বিশ্বের পরিবেশ দূষণ রোধের জন্য আমেরিকার সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সহযোগিতার দাবি তুলেছে।

প্রতিবেশী রাষ্ট্রের নীতি ও কার্যকলাপ—প্রতিবেশী রাষ্ট্রের নীতি ও কার্যধারা বিদেশ নীতিকে প্রভাবিত করে। বর্তমানে ভারত মায়ানমারে সামরিক শাসনের জন্য চিন্তিত। আফগানিস্থানের পরিস্থিতি ভারতে উদ্বেগের সঞ্চার করেছে। শ্রীলঙ্কায় জাতি-দাঙ্গার অবসান ও সন্তোষজনক সমাধানে ভারত আগ্রহী।

অন্যান্য রাষ্ট্রের বিদেশ নীতি—বিশ্বের যে সব অঞ্চলের সঙ্গে কোনো রাষ্ট্রের স্বার্থ গভীরভাবে জড়িত সে সব অঞ্চলের রাষ্ট্রের বিদেশ নীতি ও ঘটনাপ্রবাহ প্রভাব বিস্তার করে। ভারত মধ্যপ্রাচ্যের ঘটনাপ্রবাহ সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করে।

এইভাবে বিদেশ নীতি বহু আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উপাদানের দ্বারা নির্ধারিত হয়।

❑ মূল বক্তব্যসমূহ (Key Points)

১। কোনো রাষ্ট্রের বিদেশ নীতি জাতীয় নীতির একটি অংশ। অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক পরিচালনাই বিদেশ নীতির লক্ষ্য। বিদেশ নীতির মূল উদ্দেশ্য জাতীয় স্বার্থসাধন। বিদেশ নীতি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের বিভিন্ন রকম ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে মোকাবিলা করে জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করার চেষ্টা করে।

২। বিদেশ নীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলোকে কে জে হলসটি তিন ভাগে ভাগ করেছেন—মুখ্য মূল্যবোধ, মধ্যমেয়াদী লক্ষ্য, দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য।

৩। বিদেশ নীতি ক্ষমতার রাজনীতির সঙ্গে জড়িত।
বিদেশ নীতি পারস্পরিকতার ধারণার অনুসারী।
বিদেশ নীতি বর্তমানে আভ্যন্তরীণ নীতির দ্বারা নিবিড়ভাবে প্রভাবিত।

৪। বিদেশ নীতির নির্ধারক বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। এ বিষয়ে কয়েকটি তাত্ত্বিক ধারা আছে—বাস্তববাদী তত্ত্ব, নয়া বাস্তববাদী তত্ত্ব, বহুত্ববাদী তত্ত্ব। অধ্যাপক জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায় এ বিষয়ে Structural Dynamics Model পেশ করেছেন।

৫। জেমস্ রসনু পররাষ্ট্র নীতির নির্ধারক সমূহকে পাঁচ ভাগে ভাগ করেছেন—জাতীয় বিষয়, ব্যাবস্থাপক বিষয়, আমলাতান্ত্রিক বিষয়, ভূমিকাগত বিষয়, খেয়ালি বিষয়।

৬। অনেকে বিদেশ নীতির মূল নির্ধারকগুলোকে দু-ভাগে ভাগ করেছেন—আভ্যন্তরীণ উপাদান ও বাহ্যিক উপাদান।

ভারতের বিদেশ নীতি (The Foreign Policy of India)

ভারত 1947 সালে স্বাধীনতা লাভ করেছে। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু স্বাধীন ভারতের পররাষ্ট্র নীতি ঘোষণা করেন। তিনিই সেই পররাষ্ট্র

Scanned with CamScanner